অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : মিকাহ্

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : মিকাহ্

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

পিতা কিংবা বংশের দ্বারা পরিচিতির চেয়েও (যেমন "পথূয়েলের পুত্র" যোয়েল [যোয়েল ১:১]; "অমত্তিয়ের পুত্র" ইউনুস [ইউনুস ১:১]) তাঁর অধিকতর পরিচিতি ছিল তাঁর জন্মস্থানের সূত্রে। তাঁকে বলা হয়েছে "মোরেষ্টীয় মিকাহ্" (মিকাহ্ ১:১; আরও বলা যায় মোরেষৎ গাৎ, ১:১৪ আয়াত দেখুন)। এটি ছিল জেরুশালেমের ২২ মাইল (৩৫ কিলোমিটার) দক্ষিণ পশ্চিমের নিম্নভূমি বা শেফেলাহ্ অঞ্চলে। অন্যান্য কোন কোন নবীদের নবী হিসেবে কাজ করার আহ্বান পাওয়ার যে ঘটনা লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় (যেমন ইশাইয়া ৬:১-১৩; ইয়ারমিয়া ১ অধ্যায়), সেভাবে নবী হিসেবে মিকাহ্র আহ্বান লাভের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয় নি। মিকাহ্ যে নবী তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি; কিন্তু "মাবুদের রূহ্" কথাটি তাঁর কাজের উৎসকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে (মিকাহ্ ৩:৮; ২ পিতর ১:২০-২১)। "মিকাহ্" নামটি একটি সাধারণ বাক্যালংকার বিষয়ক প্রশ্ন হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে: "কে ইয়াহ্ওয়েহ্র মত?" কিতাবে একই রকম প্রশ্ন উল্লেখ রয়েছে: "কে তোমার আল্লাহ্" (মিকাহ্ ৭:১৮)। এই প্রশ্নটি মাবুদের কাজ এবং অনুপম চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

সময়কাল

মিকাহ্ এহুদার বাদশাহ্ যোথম (৭৫০–৭৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), আহস (৭৩৫–৭১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং হিষ্কিয়ের (৭১৫ – ৬৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সময়কালে নবী হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। হোসিয়া (হোসিয়া ১:১) এবং ইশাইয়ার (ইশা ১:১) মত অষ্টম শতকের নবীদের প্রায় সমসাময়িক মিকাহ্ ভবিষ্যদ্বাণীর কাজ করেন, যদিও মিকাহ্ ১:১ আয়াতে উষিয়া বাদশাহ্র (৭৬৭–৭৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে সম্ভবত কিছু কাল পরে মিকাহ্ কিতাবে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে মিকাহের কার্যকালের সময় যথাযথ ভাবে নিরূপণ করা খুব কঠিন কাজ। বাদশাহ্ আহসের ১৬ বছরের (২ বাদশাহ্ ১৬:২) রাজত্বকালের কিছুটা সময়, এবং মনে করা হয় বাদশাহ্ যোথমের রাজত্বের শেষ ভাগে ও বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের রাজত্বের শুরুতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলার কাজ আরম্ভ করে। তাঁর এই নবীয়তীর কাজ ছিল ২০-২৫ বছর ব্যাপী বিস্তৃত। বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের সময় মিকাহ্র কথা দেশের প্রধানবর্গের প্রতি প্রভাব ফেলেছিল (মিকাহ্ ৩:১২ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

বিষয়বস্তু

মিকাহ্ কিতাবের বিষয়বস্তু হল আল্লাহ্র বিচার এবং ক্ষমা। মাবুদ হলেন বিচারক, যিনি তাঁর লোকদেরকে তাদের অপরাধ এবং গুনাহ্র জন্য দূর করে দিয়েছেন। তিনির মেষপালক বাদশাহ্ও বটে, যিনি শরীয়তের প্রতি বিশ্বস্ত তাদের একত্রিত করেন, তাদের রক্ষা করেন এবং ক্ষমা করেন।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

আল্লাহ্ তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা জানার উদ্দেশ্য নিয়ে মিকাহ্ কিতাবটি লেখা হয়েছে (৩:৮)। তিনি সামেরিয়া এবং জেরুশালেমকে তাদের গুনাহের জন্য অভিযুক্ত করেছেন (১:২-৭), আশেরীয় (৫:৫-৬) এবং ব্যাবিলন (৪:১০) উভয়কে আল্লাহ্র শাস্তি প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে আশেরীয়দের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত ইসরাইলের বাদশাহ্ ২ ইয়ারাবিম (৭৮২ – ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং এহুদার বাদশাহ্ উষিয়া এবং যোথম (সময়কাল দেখুন) সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। তথাপি এটি গুরুতর অন্যায়ে পরিণত হয়েছিল। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে উত্তর রাজ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্যায় ও অবিচারের সাধারণ প্রচলিত ধারাপকে আমোস অভিযুক্ত করেছিলেন (আমোস ২:৬-৭; ৫:১০-১২; ৬:৪-৫)। একই ভাবে মিকাহ্ উত্তর রাজ্য এবং দক্ষিণ রাজ্য এই উভয় রাজ্যের সুনির্দিষ্ট গুনাহের তালিকা করেছিলেন। এই সব গুনাহ্র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রতিমা পূজা (মিকাহ্ ১:৭; ৫:১২-১৪); ঘর বাড়ি বা জায়গা জমি জোরপূর্বক দখল করা (২:২, ৯); সামাজিক ন্যায় বিচার করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা (৩:১-৩, ৯-১০; ৭:৩); ধর্মীয় নেতৃত্ব (৩:১১); এবং নবী হিসেবে নেতৃত্ব (৩:৫-৭, ১১); নিজ জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন বিশ্বাস (৬:৬-৭); অসৎ ভাবে ব্যবসা করা এবং জুলুমবাজি (৬:১০-১২)।

যোথম আহস এবং হিষ্কিয়ের রাজত্বের সময় নব্য আশেরীয় সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ভীতি প্রদর্শন মিকাহ্র জন্য বিশাল পটভূমির যোগান দিয়েছিল। প্রথমত: বাদশাহ্ আহস মূর্তিপূজার জন্য অন্য তিন জন এহুদার বাদশাহ্ মধ্যে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৬:১-৪; মিকাহ্ ৬:১৬) এবং জেরুশালেমের বিরুদ্ধে

BACIB
International Bible
CHURCH

যুদ্ধ করতে আসা অরামের বাদশাহ্‌র হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশেরীয় বাদশাহ্ ৩য় তিগ্লৎ পিলেষরের (খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪৫-৭২৭) কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া (২ বাদশাহ্ ১৬:৫-৯; ২ খান্দান ২৮:১৬-২১)। দ্বিতীয়ত: উত্তর রাজ্য ইসরাইলের রাজধানী সামেরিয়া, আশেরিয়ার বাদশাহ্ শালমানেসারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৭২৭-৭২২) দ্বারা নির্বাসনের অভিজ্ঞতা লাভের বিষয় (২ বাদশাহ্ ১৭ অধ্যায়; মিকাহ্ ১:৬-৭)। সবশেষে হিস্কিয় বাদশাহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (খ্রী.পূ. ৭০৫-৬৮১) বহু সংখ্যক নগর ও গ্রাম সনহেরীব দখল করে নেন (মিকাহ্ ১:১০-১৬)। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে জেরুশালেম দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন (২ বাদশাহ্ ১৮:১৩–১৯:৩৭)।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

- শাসনকর্তা মাবুদের চরিত্র এবং তাঁর লোকদের গুনাহ্‌র বিচারের দাবী (১:২-৫; ২:৩; ৬:১-২, ৯-১১)। আল্লাহ্‌র দায়ের করা অভিযোগের শাস্তি নেমে আসবে অত্যাচারীর দ্বারা (১:১৫; ৪:১১; ৫:১, ৫-৬) এবং শরীয়তের প্রতি অবিশ্বস্ততার জন্য শরীয়তের অভিশাপ ভোগ করতে হবে (৬:১৬)।
- রাখাল বাদশাহ্ অবশিষ্টাংশদের একত্র করবেন এবং নাজাত দান করবেন (২:১২-১৩; ৪:৬-৮; ৭:১৪,১৮)। এই নাজাতদাতা নতুন দাউদের কাজ সম্পাদন করবেন, যিনি আশেরীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে আসবেন (৫:২-৫)।
- শরীয়তের বিশ্বস্ততার মধ্যে কেবল মাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিহিত নেই, কিন্তু এতে ভালবাসার মৌলিক রূপের যথাযথ অভিব্যক্তি রয়েছে: ন্যায়পূর্ণ কাজ, দয়াপূর্ণ আচরণ এবং নম্রভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্বন্ধ রক্ষা করা।
- মাবুদ হলেন এবাদতের কেন্দ্রবিন্দু। জাতিগণ আর মিথ্যা দেবতার দিকে স্রোতের মত যাবে না (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৫১:৪৪)। কিন্তু সত্য মাবুদকে জানার জন্য এবং শান্তিতে বাস করার জন্য সিয়োনের দিকে এগিয়ে যাবে (মিকাহ্ ৪:১-৫; ৭:১২; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ২:২-৫)।
- মাবুদের অটল ভালবাসা থেকে প্রবাহিত অনুগ্রহের মুক্তি আলো গুনাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট ভয়াবহ শাস্তিকে জয় করবে (৭:৮-৯)। আল্লাহ্‌র নিজ প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ততার উপর ক্ষমার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে (৭:২০)।
- অতীতে আল্লাহ্ যে মুক্তির কাজ করেছিলেন (৬:৪-৫; ৭:১৪-১৫) তার সাথে ভবিষ্যতে তাঁর মুক্তির কাজের ব্যাখ্যাপূর্ণ মিল পরিলক্ষিত হয়েছে (৭:১৯-২০)।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্ চেয়েছেন যেন তাঁর লোকেরা ন্যায্য আচরণ, দয়াপূর্ণ ভালবাসা এবং নম্র ভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে চলাচল করার মাধ্যমে তাঁর ভালবাসার প্রতি সাড়া দেয় (৬:৮)। এটি হল প্রকৃত মানবীয়তা এবং এর দ্বারা সমস্ত মানব জাতির কাছে আল্লাহ্‌র দয়ার কথা প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। মিকাহ্‌র সময় ইসরাইল এবং এহুদার লোকেরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার দ্বারা নিজেদের রূহানি জীবন বিনষ্ট করেছিল এবং এই ভাবে তাদের জীবনে কষ্টকর শাস্তি নেমে এসেছিল। তথাপি সেখানে অবশিষ্টাংশ ছিল যাদের আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল এবং মসীহের শাসনের মাধ্যমে দুনিয়াকে দোয়া করার জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা তার অংশী হয়েছিল।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

দৈববাণীর ধারাবাহিকতা নিয়ে গঠিত মিকাহ্ কিতাবে (ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত ঘোষণা) ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। মিকাহ্ কিতাবের সামগ্রিক বিষয় হল ভবিষ্যদ্বাণী। যদিও মিকাহ্ কিতাবে বাদানুবাদ (২:৬-১১) এবং মাতমের (১:৮-১৬) মত বিষয়ের বৈচিত্র্য ব্যবহার করা হয়েছে। মিকাহ্ কিতাবের প্রধান দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় হল বিচারের দৈববাণী (২:১-৪) এবং নাজাদের বা উদ্ধারের দৈববাণী (৫:২-৫)। বিচারের দৈববাণীসমূহ বিদ্রূপের নীতি অনুসরণ করেছে: এতে দুই বা ততোধিক বহিঃআক্রমণের বিষয় রয়েছে, একটি মাধ্যমে যার মধ্যে আক্রমণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত বা ইঙ্গিতের দ্বারা অর্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এর মাধ্যমে সমালোচনার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সেই সাথে বেশ কিছু অতি প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা হয় কষ্টদায়ক নতুবা উপহাসজনক। কিছু সংখ্যক নাজাতের দৈববাণী ছিল ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগের চিত্র (এটি হয় মসীহের প্রথম আগমনের মসীহ্ সম্পর্কিত দর্শন হিসেবে অথবা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাদেশের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে)। কিতাবের অধিকাংশ বিষয়ের মধ্যে কাব্যিক ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠকদের কাছে চাওয়া হয়েছে যেন তারা এই রকম বুদ্ধিদীপ্ত শব্দের অর্থ উন্মোচন করেন। উপমা সূচক ভাষার প্রকৃত চিত্র এবং অর্থ উন্মোচনের জন্য আপনারা কিছু আয়াত দেখতে পারেন (১:৪, ৮; ২:১২; ৩:৩, ১২; ৪:৯-১০; ৫:৮; ৭:১, ৪)।

মিকাহ্ নবীর সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য

৭৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

মিকাহ্ এহুদার বাদশাহ্ হিস্কিয়ের সময় থেকে সামেরিয়ার পতনের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত দশ বছর যাবৎ ইসরাইল এবং এহুদার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মিকাহ্ আসেরীয়

সাম্রাজ্যের উত্থানের দ্বারা ইসরাইলের বিনাশ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তথাপি তিনি হিষ্কিয় বাদশাহ্‌র রাজত্বের সময় আশেরীয়দের থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক নাটকীয় ভাবে জেরুশালেমকে উদ্ধার করার বিষয়ে সাক্ষ্য রেখেছেন।

প্রধান আয়াত: “হে মানুষ, যা ভাল, তা তিনি তোমাকে জানিয়েছেন; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার আল্লাহ্‌র সঙ্গে চলাচল, এছাড়া মাবুদ তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন” (৬:৮)?

প্রধান প্রধান লোক: সামেরিয়ার লোকেরা ও জেরুশালেমের লোকেরা

প্রধান প্রধান স্থান: সামেরিয়া, জেরুশালেম ও বেথেলহাম

কিতাবটির রূপরেখা:

১) ইসরাইল ও এহুদার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র গজব নাজেলের ভবিষ্যদ্বাণী (১ অধ্যায়)
২) ধনী জুলুমবাজদের সর্বনাশ (২:১-১১ আয়াত)
৩) পুনস্থাপনের ওয়াদা (২:১২, ১৩ আয়াত)
৪) শাসনকর্তা, ভণ্ড নবী ও ইমামদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া (৩ অধ্যায়)
৫) মসীহের রাজ্যের গৌরব (৪ অধ্যায়)
৬) মসীহের আসবার ওয়াদা (৫ অধ্যায়)
৭) ইসরাইলের বিচার (৬ অধ্যায়)
৮) নিজের দুরবস্থার জন্য জাতির শোকপ্রকাশ (৭:১-১০ আয়াত)
৯) ভবিষ্যতে ইসরাইলের জন্য দোয়া (৭:১১-২০ আয়াত)

হযরত মিকাহ্

হযরত মিকাহ্ ৭৪২-৬৮৭ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	বাদশাহ্ আহাব এবাদতখানায় অ-ইহুদীদের মূর্তি তৈরি করেছিলেন এবং শেষে এবাদতখানার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চারটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি এহুদাকে নানা ভাবে কষ্ট দিয়েছিল। যখন হিস্কিয় বাদশাহ্ হয়েছিলেন তখন জাতি ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র পথে ফিরছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করেছিল। হিস্কিয় সম্ভবত মিকাহ্‌র উপদেশ বেশি শুনেছিলেন।
মূল বার্তা	ইসরাইলের উত্তরের সাম্রাজ্য এবং এহুদার দক্ষিণের সাম্রাজ্যের উভয়েরই পতনের সুরক্ষা। এটি আল্লাহ্‌র নিজের লোকদের উপর শাসন ছিল, যা আসলে দেখিয়েছে যে, তিনি তাদের কত যত্ন নেন। হিস্কিয়ের ভাল শাসন ব্যবস্থা এহুদার শাস্তিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।
বার্তার গুরুত্ব	আল্লাহ্‌কে ছাড়া জীবন-যাপন করা বেছে নেওয়া হচ্ছে গুনাহের প্রতি অঙ্গীকার করা। গুনাহ্ বিচার এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ একাই অনন্ত শান্তির পথ দেখান। তাঁর শাসন প্রায়ই আমারে সঠিক পথে রাখে।
সমসাময়িক নবীগণ	হোসিয়া (৭৫৩-৭১৫ খ্রীঃপূঃ), ইশাইয়া (৭৬০-৬৮১ খ্রীঃপূঃ)

সামেরিয়া ও জেরুশালেমের ভাবী দণ্ড

১ ১ এহুদার বাদশাহ্ যোথম, আহস ও
হিষ্কিয়ের সময়ে মাবুদের এই কালাম
মোরেষ্টীয় মিকাহ্‌র উপর নাজেল হল; তিনি
সামেরিয়া ও জেরুশালেমের বিষয় এই দর্শন
পেলেন।
২ হে জাতিরা, তোমরা সকলেই শোন; হে
দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তু, মনোযোগ দাও; আর
সার্বভৌম মাবুদ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হোন,
প্রভু তাঁর পবিত্র এবাদতখানা থেকে সাক্ষী হোন।
৩ কেননা দেখ, মাবুদ তাঁর স্থান থেকে বের
হয়ে আসছেন, তিনি নেমে দুনিয়ার
উচ্চস্থলীগুলোর উপর দিয়ে গমন করবেন।
৪ তাঁর নিচে পর্বতমালা গলে যাবে,
উপত্যকাগুলো বিদীর্ণ হবে, যেমন আগুনের
উত্তাপে মোম গলে যায়, যেমন গড়ান স্থানে পানি
ঝরে পড়ে। ৫ ইয়াকুবের অধর্মের জন্য ও
ইসরাইল-কুলের বিবিধ গুনাহের জন্য এসব
হচ্ছে, ইয়াকুবের অধর্ম কি? সামেরিয়া কি নয়?
এহুদার উচ্চস্থলীগুলোই বা কি? জেরুশালেম কি
নয়?
৬ এজন্য আমি সামেরিয়াকে মাটির ধ্বংসস্তূপ
করবো, আঙ্গুরলতার বাগান করবো; আমি তার
পাথরগুলো উপত্যকায় ফেলে দেব, তার
ভিত্তিমূল অনাবৃত করবো। ৭ আর তার সমস্ত
খোদাই-করা মূর্তি খণ্ডবিখণ্ড করা যাবে ও তার
সমস্ত বেতন আগুনে পোড়ান যাবে এবং আমি
তার সকল মূর্তি ধ্বংস করবো, কেননা সে
পতিতার বেতন দ্বারা তা সঞ্চয় করেছে এবং তা
পুনরায় পতিতার বেতন হয়ে যাবে।

এহুদার শহরগুলোর উপরে বিচারদণ্ড

৮ এজন্য আমি মাতম ও হাহাকার করবো,
আমি খালি পায়ে ও উলঙ্গ হয়ে বেড়াব, আমি
শিয়ালদের মত মাতম করবো, উটপাখিদের মত
শোকধ্বনি করবো। ৯ কেননা তার ক্ষত
চিকিৎসায় সুস্থতা লাভ করবে না; হ্যাঁ, তা এহুদা

[১:১] ইয়ার ২৬:১৮।
[১:২] দ্বি:বি ৩২:১।
[১:৩] ইশা ১৮:৪।
[১:৪] জবুর ৪৬:২, ৬।
[১:৫] আমোষ ৮:১৪।
[১:৬] দ্বি:বি ২০:৬।
[১:৭] হিজ ৩২:২০।
[১:৮] ইশা ১৫:৩।
[১:৯] ইয়ার ৪৬:১১।

১:১ মাবুদের এই কালাম। দেখুন হোসিয়া ১:১ আয়াত ও নোট। *মিকাহ্।* এই নামের অর্থ "মাবুদের মত আর কে আছে?" (তুলনা করুন ৭:১৮ আয়াত ও নোট)। *মোরেষ্টীয়।* দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা। *যোথম, আহস ও হিষ্কিয়।* দেখুন ভূমিকা: সময়কাল। এই তিন জন বাদশাহ্ এবং মিকাহ্ কিতাবের পটভূমি সম্পর্কে জানতে দেখুন ভূমিকা: ঐতিহাসিক পটভূমি। নবী ইশাইয়া, নবী হোসিয়া ও নবী মিকাহ্ প্রায় একই সময়ে পরিচর্যা কাজ করতেন (ইশা ১:১; হোসিয়া ১:১ আয়াত দেখুন)। *দর্শন।* দেখুন মেসাল ২৯:১৮; ইশা ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *সামেরিয়া ও জেরুশালেম।* যথাক্রমে ইসরাইল ও এহুদার রাজধানী। এখানে যে বিচারের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা শুধুমাত্র এই দুটি নগরী নয়, বরং সমগ্র জাতিকে ঘিরে করা হয়েছে।

১:২–২:১৩ বিচারের প্রথম স্তর (১:২–২:১১) এবং নাজাত/উদ্ধারের ঘোষণা (২:১২-১৩; দেখুন ভূমিকা: রূপরেখা)।

১:২-৭ মাবুদ কর্তৃক উচ্চারিত বেহেশতী শুনানি, যা স্বয়ং আল্লাহ্ উপস্থিত থেকে উচ্চারণ করেছেন, আয়াত ৩-৪। বেহেশতী বীর সামেরিয়া ও ইসরাইলের বিচার করতে আসছেন (আশেরিয়ার মধ্য দিয়ে)।

১:২ তোমরা সকলেই শোন। এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ ৩:১ ও ৬:১ আয়াতেও দেখা যায় (দেখুন ৩:৯; ৬:২ আয়াত)। *হে জাতিরা ... হে দুনিয়া।* সমস্ত জাতি – এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মাবুদের দিন কাছে এসে গেছে (দেখুন আমোস ৫:১৮ আয়াত ও নোট), যখন আল্লাহ্ জাতিগণকে হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকবেন। সেই দিনের দিকে দৃষ্টি রেখে নবী মিকাহ্ ইসরাইল ও এহুদার উপরে আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচারের কথা ঘোষণা করছেন। *পবিত্র এবাদতখানা।* বেহেশত (আয়াত ৩ দেখুন), যেমনটা জবুর ১১:৪; ইউনুস ২:৭; হাবা ২:২০ আয়াতে দেখা যায়।

১:৩ মাবুদ ... বের হয়ে আসছেন। ইতিহাসে মাবুদ আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ বা অবতীর্ণ হওয়া বোঝাতে পুরাতন নিয়মে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (জবুর ১৮:৯; ৯৬:১৩ আয়াত ও নোট; ১৪৪:৫; ইশা ২৬:২১; ৩১:৪; ৬৪:১-৩ আয়াত দেখুন)। *দুনিয়ার উচ্চস্থলী।* সম্ভবত এখানে পর্বতসমূহের পাশাপাশি পৌত্তলিকদের পূজা করার উঁচু স্থানও বোঝানো হয়েছে (১ বাদশাহ্ ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৬-৭ স্বয়ং আল্লাহ্ এখানে কথা বলছেন। নবী মিকাহ্‌র জীবদ্দশায়, অর্থাৎ ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরীয়দের দ্বারা সামেরিয়া ধ্বংস হবার মধ্য দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে (২ বাদশাহ্ ১৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:৬ উপত্যকায় ফেলে দেব। সামেরিয়া নির্মিত হয়েছিল একটি পর্বতের চূড়ায় (১ বাদশাহ্ ১৬:২৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:৭ পতিতা। পুরাতন নিয়মে পতিতাবৃত্তি বলতে অনেক সময় মূর্তিপূজা বা রূহানিক অবিশ্বস্ততা বোঝানো হয়েছে (দেখুন হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট; কাজী ২:১৭; ইহি ২৩:২৯-৩০ আয়াত)। *সমস্ত বেতন।* সামেরিয়া তার পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সঞ্চয় করেছিল তার সমস্ত কিছু আশেরীয়রা নিয়ে যাবে এবং তাদের নিজেদের মন্দিরে স্থাপন করবে, যেন তারা সেগুলো মূর্তিপূজায় ব্যবহার করতে পারে।

১:৮-১৬ নবী মিকাহ্ শুধু যে সামেরিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে মাতম করছেন তা নয়, সেই সাথে তিনি এহুদা রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার কথা চিন্তা করেও মাতম করছেন, যা ৭০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশেরিয়ার বাদশাহ্ সনহেরীব পূর্ণ করেছিলেন।

১:৮ এজন্য। সামেরিয়ার আসন্ন ধ্বংসের জন্য। *খালি পায়ে।* শোক প্রকাশের চিহ্ন (২ শামু ১৫:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন)। সম্ভবত নবী মিকাহ্ জেরুশালেম নগরী জুড়ে চট পরে ও খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে মাতম করেছেন (তুলনা করুন ইশা ২০:২ আয়াত)। এই অংশটি জুড়ে আমরা শোক প্রকাশের চিহ্নগুলো দেখতে পাই (আয়াত ১৬ দেখুন)। *উলঙ্গ।* সম্ভবত তিনি শুধু অন্তর্বাস পরে ছিলেন।

১:৯ তার ক্ষত। যে বিচার সামেরিয়ার উপরে এসে উপস্থিত হয়েছে। *সুস্থতা লাভ করবে না।* দেখুন ইশা ১:৬; আরও দেখুন ইশা ১৭:১১; ইয়ার ৩০:১২ আয়াত ও নোট। *তোরণদ্বার।* আশেরীয়রা উত্তরের রাজ্য ধ্বংস করে দেওয়ার পর এই ধ্বংসযজ্ঞ "জেরুশালেমের তোরণদ্বার" পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে (আয়াত ১২ দেখুন; এর সাথে আয়াত ৮-১৬ ও নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

পর্যন্ত উপস্থিত; আমার জাতির তোরণদ্বার পর্যন্ত,
জেরুশালেম পর্যন্ত উপস্থিত। ১০ তোমরা গাতে
এই কথা জানিয়ো না, একটুও কান্নাকাটি করো
না, বৈৎ-লি-অফ্রায় আমি ধূলিতে গড়াগড়ি
দিয়েছি। ১১ হে শাফীর-নিবাসীনী, তুমি উলঙ্গ ও
লজ্জিত হয়ে চলে যাও; সানন-নিবাসীনী বাইরে
যেতে পারে না; বৈৎ-এৎসলের মাতম তোমাদের
থেকে তার অবলম্বন হরণ করবে। ১২ মারোৎ-
নিবাসীনী মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় অতিশয় পীড়িতা,
কেননা জেরুশালেমের দ্বার পর্যন্ত মাবুদের কাছ
থেকে অমঙ্গল উপস্থিত হয়েছে। ১৩ হে লাখীশ-
নিবাসীনী, তুমি ঘোড়ার গাড়িতে দ্রুতগামী পশু
যোগ কর; সে সিয়োন-কন্যার অগ্রিম গুনাহ্‌স্বরূপ
ছিল, কেননা তোমার মধ্যে ইসরাইলের
অধর্মগুলো পাওয়া গেল। ১৪ এজন্য তুমি
মোরেষৎ-গাৎকে বিদায়কালীন উপহার দেবে;
ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের পক্ষে অক্‌যীবের
বাড়িগুলো প্রতারণাস্বরূপ হবে। ১৫ হে মারেশা-

[১:১১] ইহি ২৩:২৯। [১:১২] ইয়ার ১৪:১৯। [১:১৩] ইউসা ১০:৩। [১:১৪] ২বাদশা ১৬:৮। [১:১৫] ইউসা ১৫:৪৪। [১:১৬] লেবীয় ১৩:৪০; আইউ ১:২০। [২:১] ইশা ২৯:২০। [২:২] ইশা ৫:৮। [২:২] ১শামু ৮:১৪; ইশা ১:২৩; ইহি ৪৬:১৮। [২:৩] ইয়ার ১৮:১১; আমোষ ৩:১-২।

নিবাসীনী, আমি পুনর্বার তোমার বিরুদ্ধে এক
অধিকারীকে আনবো; ইসরাইলের গৌরব
অদুল্লম পর্যন্ত আসবে। ১৬ তুমি তোমার আদরের
পাত্র শিশুদের জন্য মাথা মুণ্ডন কর, চুল কেটে
ফেল, শকুনীর মত তোমার টাক বৃদ্ধি কর,
কেননা তারা তোমার কাছ থেকে নির্বাসনে
গেছে।

শোষকদের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা

২ ১ ধিক্ তাদেরকে, যারা নিজ নিজ বিছানায়
অধর্ম কল্পনা ও কুকর্ম স্থির করে! তারা রাত
প্রভাত হওয়ামাত্র তা সাধন করে, কেননা তা
তাদের ক্ষমতার অধীন। ২ তারা ভূমির প্রতি
লোভ করে সবলে তা কেড়ে নেয় এবং ঘরের
প্রতিও লোভ করে তা হরণ করে; এভাবে তারা
পুরুষ ও তার ঘরের প্রতি, মানুষের ও তার পৈতৃ
ক অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য করে।
৩ এজন্য মাবুদ এই কথা বলেন, দেখ, আমি
এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন অমঙ্গল কল্পনা করি,

সাধারণত এই তোরণদ্বারেই সরকারী ও প্রশাসনিক সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হত (দেখুন পয়দা ১৯:১ আয়াত ও নোট; রূত ৪:১-৪ আয়াত ও ৪:১ আয়াতের নোট)।

১:১০-১৫ এই অংশে বেশ কয়েকটি ছন্দভিত্তিক শব্দ ব্যবহৃকত হয়েছে যেগুলোর বর্ণনা এনআইভি টেক্সট নোটে পাওয়া যায়। যে নগরগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর অবস্থান ছিল শেফেলায়, অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশে (৫০০-১,৫০০ ফুট উঁচু) যা ভূমধ্য সাগরীয় সমতল উপকূল এবং এহুদা পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

১:১০ গাতে এই কথা জানায়ো না। এই কথাটির মধ্য দিয়ে এহুদার জন্য মাতম শুরু করা হয়েছে। নবী মিকাহ্ চান নি গাতের পরজাতীয় লোকেরা আল্লাহ্‌র লোকদের পরিণতির কথা শুনে আনন্দ করুক (২ শামু ১:২০ আয়াত ও নোট)। *ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়েছি।* যা আসন্ন দুর্যোগের কারণে হাহাকার ও মাতম নির্দেশ করে (২ শামু ১:২০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১:১১ উলঙ্গ ও লজ্জিত। এখানে বন্দীদের ভবিষ্যতে যে ধরনের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে (ইশা ২০:৪ আয়াত দেখুন)। *বাইরে যেতে পারে না।* এই আক্রমণের কারণে লোকেরা তাদের ঘরের বাইরে যেতে সাহস করবে না।

১:১২ উপস্থিত হয়েছে। মিকাহ্ ভবিষ্যতের এই সমস্ত ঘটনা এতটাই স্পষ্টভাবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর কাছে মনে হচ্ছে যেন ইতোমধ্যেই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করেছে (আয়াত ৩ ও নোট দেখুন)।

১:১৩ লাখীশ। এহুদার অন্যতম বৃহৎ একটি নগরী (ইশা ৩৬:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। পরবর্তী সময়ে বাদশাহ্ সনহেরীব তা দখল করতে পেরে এতটাই গর্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি নিনেভেতে অবস্থিত তাঁর প্রাসাদটি লুট করা সমস্ত দ্রব্য দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। *দ্রুতগামী পশু যোগ কর।* যেন দ্রুত পালানো সম্ভব হয়। *সিয়োন-কন্যা।* এখানে জেরুশালেম নগরীকে ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইসরাইল।* দেখুন আয়াত ৫ ও নোট।

১:১৪ বিদায়কালীন উপহার। ১ বাদশাহ্ ৯:১৬ আয়াতে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু প্রতিশব্দটির অর্থ "বিয়ের উপহার"। জেরুশালেমকে অবশ্যই মোরেষৎ গাৎ আশেরীয়দের হাতে তুলে দিতে হবে, যেভাবে একজন পিতা তার মেয়ের বিয়েতে মেয়েকে বরের হাতে তুলে দেয়। *অক্‌যীব।* ইয়ার ১৫:১৮ আয়াততেও প্রতারণা-স্বরূপ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন), যা গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যাওয়া একটি ঝর্ণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই তেমন একটি শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণার মতই অক্‌যীব নগরটির অস্তিত্ব আর থাকবে না। *ইসরাইল।* ৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১:১৫ আবারও নবী মিকাহ্ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছেন, যেমনটা ৬-৭ আয়াতের দেখা যায়। *ইসরাইলের গৌরব।* আক্ষরিক অর্থে "ইসরাইলের প্রধানগণ" বা নেতৃবর্গ (ইশা ৫:১৩ আয়াত দেখুন, "উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ," আক্ষরিক অর্থে "গৌরব")।

১:১৬ মাথা মুণ্ডন কর। শোক প্রকাশের চিহ্ন হিসেবে; ইয়ার ১৬:৬ আয়াত দেখুন। *নির্বাসন।* ৭২২-৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইসরাইলকে আশেরীয়রা এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এহুদাকে ব্যাবিলনীয়রা নির্বাসনে নিয়ে যায়।

২:১-৫ যারা ধনী ও যারা জোর করে দরিদ্রদের জমি কেড়ে নেয় তাদের আসন্ন বিচারের কথা ভেবে মাতম করা হয়েছে। তাদের মূলমন্ত্র হল "জোর যার মুল্লুক তার"।

২:১ অধর্ম কল্পনা ও কুকর্ম। তুলনা করুন মেসাল ৬:১৪, ১৮; জাকা ৭:১০। *তা তাদের ক্ষমতার অধীন।* ধনী শোষণকারীরা দরিদ্রদের উপরে জুলুম করে আরও বেশি ধনী হতে থাকে, কারণ তারা তাদের সমাজের ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

২:২ তারা ... কেড়ে নেয় ... হরণ করে। যা দশ হুকুমনামার দশম হুকুমের লঙ্ঘন করে (হিজ ২০:১৭ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ৫:২১ আয়াত দেখুন)। *অধিকার।* এখানে জমির কথা বোঝানো হয়েছে যা প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। লেবীয় ২৫:১৩ (জুবিলী বছর); শুমারী ২৭:১-১১; ৩৬:১-১২ (সলফাদের কন্যারা); ১ বাদশাহ্ ২১:৩ (নাবোতের আঙ্গুর ক্ষেত)।

২:৩ এজন্য। ইসরাইল জাতির ধনবান গোষ্ঠীর গুনাহ্‌র কারণে

যা থেকে তোমরা নিজ নিজ ঘাড় বের করতে
পারবে না এবং গর্ব করে চলতে পারবে না;
কেননা সেই সময় দুঃসময়।
৪ সেদিন লোকেরা তোমাদের বিষয়ে একটি
প্রবাদ গ্রহণ করবে এবং আর্তনাদ সহকারে মাতম
করবে, বলবে, আমাদের নিতান্তই সর্বনাশ হল,
তিনি আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করেন;
তিনি একেবারে আমার কাছ থেকে তা দূর
করেন! আমাদের ভূমি ভাগ করে ধর্মত্যাগী
লোককে দেন।
৫ এজন্য গুলিবাঁট দ্বারা জমি ভাগ করতে
মাবুদের সমাজে তোমার কেউ থাকবে না।
৬ 'তোমরা তবলিগ করো না,' এভাবে তারা
তবলিগ করে; 'কেউ তাদের কাছে এই কথা
তবলিগ করা উচিত হবে না; অপমান ঘুচবে
না।' ৭ হে ইয়াকুবের কুল, এ কি বলা যাবে,
'মাবুদের রূহ্ কি সঙ্কুচিত হয়েছে?' এসব কি তাঁর
কাজ? সরলাচারী লোকের পক্ষে আমার
কালামগুলো কি মঙ্গলজনক নয়? ৮ কিন্তু সম্প্রতি
আমার লোকেরা দুশমনের মত হয়ে উঠে
দাঁড়িয়েছে; যুদ্ধবিমুখ নিশ্চিন্ত পথিকদের শরীরের
কাপড় থেকে তোমরা শাল কেড়ে নিচ্ছো।
৯ তোমরা আমার লোকদের নারীদেরকে তাদের
প্রিয় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, তাদের শিশুদের
থেকে আমার দেওয়া শোভা চিরকালের জন্য
হরণ করছে। ১০ ওঠ, প্রস্থান কর, এটা তো
বিশ্রামের স্থান নয়, কেননা নাপাকীতা বিনাশ
করছে, আর সেই বিনাশ ভয়ানক। ১১ বায়ু ও
মিথ্যা কথার অনুগামী কোন লোক যদি মিথ্যা
করে বলে, আমি আঙ্গুর-রস ও সুরার বিষয়ে
তোমার কাছে কালাম তবলিগ করবো, তবে সে
এই লোকদের কালাম-তবলিগকারী হবে।

অবশিষ্টাংশের জন্য একটি প্রতিজ্ঞা

১২ হে ইয়াকুব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত
লোককে সমবেত করবো, আমি নিশ্চয়ই
ইসরাইলের অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করবো;
তাদেরকে বস্রার ভেড়াগুলোর মত একত্র করবো;
যেমন বাথানের মধ্যস্থিত ভেড়ার পাল, তেমনি
অনেক লোকের কারণে তারা কোলাহল করবে।
১৩ ভঙ্গকারী উঠে তাদের অগ্রগামী হলেন;
তারা বেড়া ভেঙ্গেছে, দ্বারে পৌঁছেছে, তা দিয়ে
বাইরে গেছে এবং তাদের বাদশাহ্ তাদের
সম্মুখে চলে গেলেন; আর মাবুদ তাদের
অগ্রগামী হলেন।

দুষ্ট নবী ও বাদশাহ্‌রা

৩ ১ আর আমি বললাম, শোন, হে ইয়াকুবের
প্রধানবর্গ ও ইসরাইল-কুলের শাসনকর্তারা
ন্যায়বিচার সম্বন্ধে জানা কি তোমাদের উচিত
নয়? ২ তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা করছো ও দুষ্কর্ম
ভালবাসছ, লোকদের শরীর থেকে চামড়া ও
অস্থি থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিচ্ছ। ৩ এই লোকেরা
আমার লোকদের গোশ্‌ত খাচ্ছে; তাদের চামড়া
খুলে অস্থি ভেঙ্গে ফেলছে; যেমন হাঁড়ির জন্য
খাদ্যদ্রব্য, কিংবা কড়াইয়ের মধ্যে গোশ্‌ত,

[২:৪] লেবীয় ২৬:৩১; ইয়ার ৪:১৩।
[২:৫] শুমারী ৩৪:১৩।
[২:৬] জবুর ৪৪:১৩; ইয়ার ১৮:১৬; ১৯:৮; ২৫:১৮; ২৯:১৮; মীখা ৬:১৬।
[২:৭] জবুর ১১৯:৬৫।
[২:৯] ইয়ার ১০:২০।
[২:১০] দ্বি:বি ১২:৯।
[২:১১] ২খান্দান ৩৬:১৬; ইয়ার ৫:৩১।
[২:১২] মীখা ৪:৭; ৫:৭; ৭:১৮।
[২:১৩] ইশা ৬০:১১।
[৩:২] জবুর ৫৩:৪; ইহি ২২:২৭।
[৩:৩] ইহি ৩৪:৪; সফ ৩:৩।

এই দুর্যোগ আঘাত হানবে। *সর্বনাশ।* আসন্ন বন্দীদশা।

২:৪ আমাদের ... আমরা। ধনী জমিদাররা, যাদের উপরে আল্লাহ্‌র এই বিচার আরোপিত হবে। *তিনি।* আল্লাহ্। *ধর্মত্যাগী।* পৌত্তলিক আশেরীয়রা (ইশা ৩৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন), যারা এই দেশ দখল করে নেবে।

২:৫ তোমার। শোষক শ্রেণী – ধনী জমিদাররা। *জমি ভাগ করতে ... কেউ থাকবে না।* তাদেরকে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোকদের মধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে।

২:৬-১১ একটি বিতর্ক: নবী মিকাহ্ ও তাঁর আল্লাহ্ বনাম ধনী মন্দ ব্যক্তিরা ও তাদের অধীন ভণ্ড নবীরা। এই অংশটিকে "ভবিষ্যদ্বাণী" নাম দেওয়া হয়েছে (আয়াত ৬, ১১)।

২:৬ তারা। অর্থাৎ তাদের নবীরা, যে সকল ভণ্ড নবীরা ধনী ব্যক্তিদের অধীনে কাজ করতো।

২:৭ আয়াত ৬-৭ক হচ্ছে নবী মিকাহ্‌র মুখ নির্গত বক্তব্য; অপরদিকে আয়াত ৭খ-১৩ হচ্ছে আল্লাহ্‌র মুখ নির্গত বক্তব্য।

২:১০ বিশ্রামের স্থান। যে স্থানটি কোন ব্যক্তি তার নিজের সম্পত্তি হিসেবে অর্জন করতে পারে এবং সেটিকে তার নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারে (দেখুন দ্বি.বি. ৩:২০ আয়াত ও নোট; ইউসা ২১:৪৩-৪৪; ২২:৪ আয়াত)।

২:১১ যারা আরও বেশি সম্পদ লাভের জন্য ওয়াদা করবে তারা আরও বেশি জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

২:১২-১৩ নাজাত দানের বার্তা। যদিও ইসরাইল জাতিকে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হবে, তথাপি একটি অবশিষ্টাংশ ফিরে আসবে (ইশা ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১২ ইয়াকুব ... ইসরাইল। এখানে সম্ভবত উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র জাতির কথা বোঝানো হয়েছে। এর সাথে তুলনা করুন ১:৫ আয়াত ও উক্ত আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৩ ভঙ্গকারী ... তাদের বাদশাহ্ ... মাবুদ। রব্বিগণ এই তিনটি সম্বোধনই প্রভু ঈসা মসীহ্‌তে আরোপ করেছেন।

৩:১–৫:১৫ বিচারের দ্বিতীয় স্তর ঘোষণা (অধ্যায় ৩) এবং নাজাত ও উদ্ধার ঘোষণা (অধ্যায় ৪-৫; এর সাথে দেখুন ভূমিকা: রূপরেখা)।

৩:১-১২ আয়াত ১-৪ আলোচনা করেছে ইসরাইলের নেতাদের গুনাহ্ নিয়ে, আয়াত ৪-৭ আলোচনা করেছে ভণ্ড নবীদের নিয়ে এবং আয়াত ৯-১২ আলোচনা করেছেন নেতৃবৃন্দ, ইমামগণ এবং নবীদের নিয়ে।

৩:১-৪ সম্ভবত আরেকটি বেহেশতী বিচারের শুনানি (আয়াত ১:২-৭ দেখুন), যেখানে আল্লাহ্ দেশের নেতৃবৃন্দকে অভিযুক্ত করছেন নরখাদকের মত আচরণ করার কারণে।

৩:১ শোন। দেখুন আয়াত ১:২ ও নোট; এর সাথে ৬:১ আয়াতও দেখুন। *ইয়াকুব ... ইসরাইল।* দুটো নামই এখানে এহুদার জন্য বলা হয়েছে (দেখুন আয়াত ৯-১০; ১:৫ ও নোট)।

৩:২-৩ চামড়া ও অস্থি থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিচ্ছ ... কড়াইয়ের মধ্যে গোশ্‌ত। কয়েকটি প্রতীকী নৃশংস দৃশ্যের বর্ণনা দানের মধ্য দিয়ে নেতারা কীভাবে জনগণের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে তার নমুনা দেখানো হল।

৩:২ সৎকর্ম ঘৃণা করছো ও দুষ্কর্ম ভালবাসছ। এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৫:১৫; রোমীয় ১২:৯ আয়াত।

তেমনি তা কুচি কুচি করে কাটছে। ৪ সেই সময়ে
তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তিনি
তাদেরকে উত্তর দেবেন না; বরং তারা যেমন
নিজেদের ব্যবহার দ্বারা দুষ্কর্ম করেছে, তেমনি
তিনি সেই সময়ে তাদের থেকে আপন মুখ
লুকাবেন।
৫ যে নবীরা আমার লোকদেরকে ভ্রান্ত করে,
যারা দাঁত দিয়ে দংশন করে, আর বলে, 'শান্তি'
কিন্তু তাদের মুখে যে ব্যক্তি কিছু না দেয়, তার
সঙ্গে যুদ্ধ নিরূপণ করে, তাদের বিরুদ্ধে মাবুদ
এই কথা বলেন, ৬ এই কারণ তোমাদের কাছে
রাত উপস্থিত হবে, তোমরা দর্শন পাবে না;
তোমাদের কাছে অন্ধকার উপস্থিত হবে, তোমরা
মন্ত্র পাঠ করবে না; এই নবীদের উপরে সূর্য
অস্তগত হবে ও এদের উপরে দিন কালো রংয়ের
হবে। ৭ তাতে এই দর্শকেরা লজ্জিত ও এই
গণকেরা হতাশ হবে, সকলে নিজ নিজ মুখ বন্ধ
করবে, কেননা আল্লাহ্ উত্তর দেবেন না। ৮ কিন্তু
ইয়াকুবকে তার অধর্ম ও ইসরাইলকে তার গুনাহ্
জানাবার জন্য আমি সত্যিই মাবুদের রূহের
দেওয়া শক্তিতে এবং ন্যায়বিচারে ও বিক্রমে
পরিপূর্ণ।
৯ হে ইয়াকুব-কুলের প্রধানবর্গ ও ইসরাইল-
কুলের শাসনকর্তারা তোমরা একথা শোন;
তোমরা যা কিছু সরল তা বাঁকা করছো।
১০ তোমরা প্রত্যেকে সিয়োনকে রক্তে ও
জেরুশালেমকে জোর-জুলুমে গেঁথে তুলেছ।
১১ সেখানকার প্রধানবর্গ ঘুষ নিয়ে বিচার করে,
সেখানকার ইমামেরা বেতন নিয়ে শিক্ষা দেয় ও
সেখানকার নবীরা টাকা নিয়ে দৈববাণী বলে;
তবুও মাবুদের উপরে নির্ভর করে বলে,
আমাদের মধ্যে কি মাবুদ নেই? কোন অমঙ্গল
আমাদের কাছ আসবে না। ১২ এজন্য তোমাদের
নিমিত্ত সিয়োন ক্ষেতের মত কর্ষিত হবে ও
জেরুশালেম ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে এবং
এবাদতখানার পর্বত বনের উচ্চস্থলীর সমান
হবে।

৪ ১ কিন্তু শেষকালে এরকম ঘটবে; মাবুদের
গৃহের পর্বত অন্য পর্বতমালার মস্তকরূপে
স্থাপিত হবে, উপপর্বতগুলো থেকে উচ্চীকৃত
হবে; তাতে জাতিরা তার দিকে স্রোতের মত
প্রবাহিত হবে। ২ আর অনেক জাতি যেতে যেতে
বলবে, চল, আমরা মাবুদের পর্বতে, ইয়াকুবের
আল্লাহ্‌র গৃহে গিয়ে উঠি; তিনি আমাদের তাঁর
পথের বিষয়ে শিক্ষা দেবেন, আর আমরা তাঁর
পথে গমন করবো; কারণ সিয়োন থেকে শরীয়ত
ও জেরুশালেম থেকে মাবুদের কালাম বের
হবে। ৩ আর তিনি অনেক জাতির মধ্যে বিচার
করবেন এবং দূরস্থ বলবান জাতিদের বিচার
নিষ্পত্তি করবেন; আর তারা নিজ নিজ তলোয়ার
ভেঙ্গে লাঙ্গলের ফাল গড়বে ও নিজ নিজ বর্শা
ভেঙ্গে কাস্তে গড়বে; এক জাতি অন্য জাতির

[৩:৪] দ্বি:বি ১:৪৫; ১শামু ৮:১৮; ইশা ৫৮:৪; ইয়ার ১১:১১।
[৩:৫] ইশা ৩:১২; ৯:১৬; ৫৩:৬।
[৩:৬] ইশা ৮:১৯-২২; ইহি ১২:২৪।
[৩:৭] ইয়ার ৬:১৫; মীখা ৭:১৬।
[৩:৮] ইশা ৫৭:১২; ৬১:২।
[৩:৯] জবুর ৫৮:১-২; ইশা ১:২৩।
[৩:১০] ইশা ৫৯:৭; মীখা ৭:২; নহূম ৩:১; হবক ২:১২।
[৩:১১] হিজ ২৩:৮; লেবীয় ১৯:১৫; মালা ২:৯।
[৩:১১] ইশা ১০:২০।
[৩:১২] ২বাদশা :৯; ইশা ৬:১১।
[৪:১] জবুর ৪৮:১; জাকা ৮:৩।
[৪:২] ইয়ার ৩১:৬; ইহি ২০:৪০।
[৪:৩] ইশা ১১:৪।

৩:৪ তারা। নেতৃবর্গ। তিনি তাদেরকে উত্তর দেবেন না। আয়াত ৭ দেখুন। *তাদের থেকে আপন মুখ লুকাবেন।* দেখুন দ্বি.বি. ৩১:১৭; ইশা ১:১৫ আয়াত ও নোট। অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের বিচ্ছেদ ঘটবে।

৩:৫-৮ আরেকটি বিতর্ক (২:৬-১১): নবী মিকাহ্ ও ভণ্ড নবীরা, যারা নিজেদেরকে শান্তিকামী বলে দাবী করে।

৩:৫ আর বলে, 'শান্তি'। ভণ্ড নবীরা এহুদার জন্য শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে, কিন্তু নবী মিকাহ্ তাদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তারা যে বন্দীদশায় যাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন (দেখুন আয়াত ১২; ৪:১০)। দেখুন ইয়ার ৬:১৩-১৪ আয়াত ও ৬:১৪ আয়াতের নোট; ৮:১০-১১।

৩:৬-৭ তোমরা দর্শন পাবে না ... আল্লাহ্ উত্তর দেবেন না। দেখুন ইয়ার ১৮:১৮ আয়াত ও নোট; আমোস ৮:১১-১২ আয়াত ও ৮:১১ আয়াতের নোট।

৩:৭ দর্শকেরা। প্রাচীনকালে নবীদের দর্শক নামেও ডাকা হত (১ শামু ৯:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নিজ নিজ মুখ বন্ধ করবে।* লজ্জায় ও অপমানের কারণে।

৩:৮ রূহের দেওয়া শক্তিতে ... পরিপূর্ণ। আল্লাহ্‌র নবীরা ছিলেন তাঁর রূহের শক্তিতে অনুপ্রাণিত সংবাদদাতা (দেখুন ইশা ৪৮:১৬; ৬১:১ আয়াত ও নোট)। *তার গুনাহ্ জানাবার জন্য।* নবী মিকাহ্‌র অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল জাতির কাছে তার গুনাহ্‌র কথা ঘোষণা করা।

৩:৯-১২ দুর্নীতি পরায়ণ নেতারা, যাদের কারণে সিয়োনের পতন ঘটছে, তাদের বিচার ও শাস্তির ঘোষণা।

৩:৯ তোমরা একথা শোন। ১:২ আয়াতের নোট দেখুন। *ইয়াকুব ... ইসরাইল।* দেখুন আয়াত ১ ও নোট।

৩:১০ সিয়োনকে রক্তে ... গেঁথে তুলেছ। ইহি ৭:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৩:১১ ঘুষ নিয়ে বিচার করে। দেখুন ১ শামু ৮:৩ আয়াত ও নোট; ইশা ১:২৩; ৫:২৩ আয়াত।

৩:১২ জেরুশালেমন নগরীর ধ্বংস সাধিত হয়েছিল ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই আয়াতটি ইয়ার ২৬:১৮ আয়াতে প্রায় এক শতাব্দী পরে উদ্ধৃত করা হয়েছিল (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। ইয়ারমিয়া ২৬:১৯ আয়াতে এ কথা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, নবী মিকাহ্‌র তবলিগ বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের অধীনে সংস্কার কাজের সময় অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে (দেখুন ২ বাদশাহ্ ১৮:১-৬ আয়াত; ২ খান্দান ২৯-৩১ অধ্যায়)। *জেরুশালেম ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।* ঠিক সামেরিয়ার মত (১:৬ আয়াত দেখুন)।

৪:১-৫ এখানে শেষ কাল সংক্রান্ত একটি বার্তা ঘোষিত হয়েছে: সিয়োনের ভবিষ্যৎ উচ্চ অবস্থান। যদিও বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস হয়ে যাবে (৩:১২ আয়াত দেখুন), তথাপি ভবিষ্যতের সিয়োনে তা পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং তা আরও জাঁকজমক সহকারে নির্মাণ করা হবে, যা হবে সব জাতির লোকদের এবাদত ও শিক্ষার স্থান।

৪:১-৩ ইশা ২:২-৪ আয়াতের নোট দেখুন, যে অংশটির সাথে এই অংশের বহুলাংশে মিল রয়েছে।

৪:৩ লাঙ্গলের ফাল। ইশা ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB | International Bible CHURCH

বিরুদ্ধে আর তলোয়ার তুলবে না, তারা আর যুদ্ধ
শিখবে না। ৪ কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ
আঙ্গুরলতার ও নিজ নিজ ডুমুর গাছের তলে
বসবে; কেউ তাদেরকে ভয় দেখাবে না; কেননা
বাহিনীগণের মাবুদের মুখ এই কথা বলেছে।
৫ কারণ প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ দেবতার নামে
চলে; আর আমরা যুগে যুগে চিরকাল আমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে চলবো।

বন্দীদশার পরে পুনস্থাপনের প্রতিজ্ঞা

৬ মাবুদ বলেন, সেই দিনে আমি খঞ্জকে
সমবেত করবো এবং যে তাড়িতা হয়েছে ও যাকে
আমি দুঃখ দিয়েছি, তাকে সংগ্রহ করবো। ৭ আর
খঞ্জকে অবশিষ্টাংশ করে রাখবো ও দূরীকৃতকে
বলবান জাতি করবো; এবং মাবুদ এখন থেকে
চিরকাল সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব
করবেন। ৮ আর হে পালের উচ্চগৃহ, হে সিয়োন-
কন্যার পাহাড়, তোমার কাছে রাজ্য আসবেই
আসবে, হ্যাঁ, পূর্বকালীন কর্তৃত্ব, জেরুশালেম-কন্যার
রাজ্য আসবে।
৯ তুমি এখন কেন ঘোর চিৎকার করছো?
তোমার মধ্যে কি বাদশাহ্‌ নেই? তোমার মন্ত্রী কি
বিনষ্ট হল? তাই বলে কি স্ত্রীর প্রসব-বেদনার মত
বেদনা তোমাকে ধরেছে?
১০ হে সিয়োন-কন্যা তুমি প্রসবকারিণীর মত
ব্যথা ভোগ কর, কোঁকাও ও ছটফট কর; কেননা
এখন তোমাকে নগর ছেড়ে মাঠে বাস করতে ও

[৪:৪] ১বাদশা ৪:২৫।
[৪:৫] ইউসা ২৪:১৪-১৫; ইশা ২৬:৮; জাকা ১০:১২।
[৪:৬] ইহি ৩৪:১৩, ১৬; ৩৭:২১; সফ ৩:১৯।
[৪:৭] দানি ২:৪৪; ৭:১৪; লূক ১:৩৩; প্রকা ১১:১৫।
[৪:৮] ইশা ১:২৬।
[৪:৯] পয়দা ৩:১৬; ইয়ার ৩০:৬; ৪৮:৪১।
[৪:১০] দ্বি:বি ২১:১০; ২বাদশা ২০:১৮; ইশা ৪৩:১৪।
[৪:১১] মাতম ২:১৬; ওব ১:১২; মীখা ৭:৮।
[৪:১২] পয়দা ৫০:২০; ইশা ৫৫:৮; রোমীয় ১১:৩৩-৩৪।
[৪:১৩] ইশা ২১:১০।
[৪:১৩] ইশা ৪৫:১; দানি ২:৪৪।
[৫:১] মাতম ৩:৩০।
[৫:২] ইউ ৭:৪২।

ব্যাবিলন পর্যন্ত যেতে হবে; সেখানে তুমি উদ্ধার
পাবে; সেখানে মাবুদ তোমাকে তোমার
দুশমনদের হাত থেকে মুক্ত করবেন। ১১ এখন
অনেক জাতি তোমার বিরুদ্ধে সমবেত হল;
তারা বলে, সিয়োন নাপাক হোক, আমাদের
চোখ তার দুর্দশা দেখুক। ১২ কিন্তু তারা মাবুদের
সঙ্কল্প সকল জানে না ও তাঁর মন্ত্রণা বোঝে না;
বস্তুত তিনি তাদেরকে আঁটির মত খামারে সংগ্রহ
করেছেন।
১৩ হে সিয়োন-কন্যা ওঠ, শস্য মাড়াই কর;
কেননা আমি তোমার শিং লোহার ও খুর
ব্রোঞ্জের করে দেব, তুমি অনেক জাতিকে চূর্ণ
করবে; এবং তুমি মাবুদের উদ্দেশে তাদের
লুণ্ঠিত দ্রব্য ও সমস্ত দুনিয়ার প্রভুর উদ্দেশে
তাদের সম্পত্তি নিবেদন করবে।

ইসরাইলের শাসনকর্তার আগমন

৫ ১ হে সৈন্যদল-কন্যা, এখন তুমি প্রাচীরের
মধ্যেই অবরুদ্ধ হলে; কারণ আমাদের
বিরুদ্ধে একটা অবরোধ হল। তারা দণ্ড দিয়ে
ইসরাইলের বিচারকর্তার চোয়ালে আঘাত
করবে।
২ আর তুমি, হে বেথেলহেম-ইফ্রাথা, তুমি
এহুদার হাজার হাজার লোকদের মধ্যে ক্ষুদ্রা
বলে অগণিতা, তোমার ভেতর থেকে
ইসরাইলের মধ্যে শাসনকর্তা হবার জন্য আমার
উদ্দেশে এক জন ব্যক্তি উৎপন্ন হবেন; প্রাক্কাল

৪:৪ আঙ্গুরলতা … ডুমুর গাছ। এখানে আল্লাহ্‌র রাজ্যের শান্তিপ্রিয় অবস্থানের কথা বোঝানো হয়েছে। ১ বাদশাহ্‌ ৪:২৫; ২ বাদশাহ্‌ ১৮:৩১; জাকা ৩:১০ আয়াত দেখুন। *কেউ তাদেরকে ভয় দেখাবে না।* এই কথাটি সফনিয় ৩:১৩ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ভয় সেখানে হয়ে দাঁড়াবে অতীতের বিষয়।

৪:৫ আল্লাহ্‌ মাবুদের নামে চলবো। অর্থাৎ মাবুদের নামে সাক্ষ্য দেব, তাঁকে ভালবাসব, তাঁর বাধ্য হব এবং তাঁর উপরে নির্ভর করবো। তুলনা করুন জাকা ১০:১২ আয়াত।

৪:৬-৮ আরেকটি শেষ কাল সংক্রান্ত নাজাতের বার্তা: সিয়োনের পুনরুদ্ধার।

৪:৬ সেই দিনে। অর্থাৎ মসীহের সময়ে (আয়াত ১ দেখুন; এর সাথে ইশা ২:১১, ১৭, ২০; যোয়েল ১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৭ অবশিষ্টাংশ। আল্লাহ্‌র লোকেরা (দেখুন আয়াত ২:১২; এর সাথে দেখুন ইশা ১:৯ আয়াত)।

৪:৮ পালের উচ্চগৃহ। জেরুশালেম, পালক বাদশাহ্‌ দাউদের সাম্রাজ্যের রাজধানী নগরী। *সিয়োন-কন্যা … জেরুশালেম-কন্যা।* দেখুন আয়াত ১০, ১৩; এখানে জেরুশালেমকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *পূর্বকালীন কর্তৃত্ব।* বাদশাহ্‌ দাউদের রাজত্ব মসীহের অধীনে আবারও পুনরুদ্ধার করা হবে।

৪:৯-১৩ এখানে ৯-১০ আয়াতে নবী মিকাহ্‌ দাউদের রাজবংশের পতন এবং ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বন্দীদশার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেই সাথে ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটিও তিনি পূর্বাভাস দিয়েছেন। ১১-১৩ আয়াতে জেরুশালেমের দুশমনদের বিরুদ্ধে শাস্তি ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪:৯-১০ বিচার ও নাজাতের ভবিষ্যদ্বাণী। পরবর্তী তিনটি অংশ (আয়াত ৯-১০, ১১-১৩; ৫:১-৪) সব কটিই শুরু হয়েছে হিব্রু শব্দে “এখন” শব্দটি দিয়ে এবং শেষ করা হয়েছে এমন একটি ভাষা দিয়ে যা বোঝায় বর্তমান দুরাবস্থা কেটে গিয়ে সুদিন আসবে।

৪:১১-১৩ বিচার ও নাজাতের ভবিষ্যদ্বাণী: বন্দীত্ব থেকে শুরু করে বিজয় লাভ (৯-১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:১-৪ বিচার ও নাজাতের ভবিষ্যদ্বাণী: অসহায় শাসক থেকে আদর্শ বাদশাহ্‌ (৪:৯-১০ আয়াত ও নোট দেখুন), যিনি বেথেলহেমে জন্ম নেবেন এবং যার মহিমা দুনিয়ার শেষ সীমানা অবধি পৌঁছে যাবে (আয়াত ৪)।

৫:১ জেরুশালেম নগরী অবরুদ্ধ করা হবে এবং তার বাদশাহ্‌দেরকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হবে (সর্বশেষ বাদশাহ্‌ সিদিকিয়কে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৫:২ এই আয়াতের অংশবিশেষ মথি ২:৬ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১ আয়াতের মত প্রত্যক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীতে না গিয়ে নবী মিকাহ্‌ একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন। *ইফ্রাথা।* যে অঞ্চলে বেথেলহেম অবস্থিত ছিল (রূত ১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শাসনকর্তা।* চূড়ান্ত মসীহ্‌, যিনি তার পিতা আল্লাহ্‌র পক্ষে শাসন করবেন (৪:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *অনাদিকাল থেকে তাঁর উৎপত্তি।* তাঁর মানবীয় জন্মের বহু আগে থেকেই

BACIB
International Bible CHURCH

থেকে, অনাদিকাল থেকে তাঁর উৎপত্তি। ৩ এজন্য
তিনি তাদেরকে ত্যাগ করবেন, যে পর্যন্ত
প্রসবকারিণী প্রসব না করেন, সেই সময় পর্যন্ত।
পরে তাঁর অবশিষ্ট ভাইয়েরা বনি-ইসরাইলদের
কাছে ফিরে আসবে। ৪ আর তিনি দাঁড়াবেন এবং
মাবুদের শক্তিতে, তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের নামের
শক্তিতে, তাঁর আল্লাহ্ মাবুদের নামের মহিমাতে,
তাঁর পাল চরাবেন; তাই তারা বাস করবে,
কেননা সেকালে তিনি দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত মহান
হবেন। ৫ আর ইনিই আমাদের শান্তি হবেন।
আশেরিয়া যখন আমাদের দেশে আসবে ও
আমাদের অট্টালিকাগুলো দলিত করবে, তখন
আমরা তার বিপক্ষে সাত জন পালরক্ষক ও আট
জন নরপতিকে উত্থাপন করবো। ৬ তারা
তলোয়ার দ্বারা আশেরিয়া দেশ এবং নমরূদের
দেশের দ্বারে দ্বারে সেই দেশ শাসন করবে;
আশেরিয়া আমাদের দেশে এসে আমাদের সীমা
দলিত করলে তিনি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার
করবেন।

ভবিষ্যতে অবশিষ্টাংশের করণীয়

৭ আর অনেক জাতির মধ্যে ইয়াকুবের
অবশিষ্টাংশ মাবুদের কাছ থেকে আগত শিশিরের
মত, ঘাসের উপরে পড়া বৃষ্টির মত হবে, যা
মানুষের জন্য বিলম্ব করে না ও তাদের অপেক্ষা
করে না। ৮ আর জাতিদের মধ্যে, অনেক জাতির
মধ্যে, ইয়াকুবের অবশিষ্টাংশ, বন্য পশুদের মধ্যে
যেমন সিংহ, ভেড়ার পালগুলোর মধ্যে যেমন
যুবসিংহ, তেমনি হবে; এই যদি পালের মধ্য
দিয়ে যায়, তবে দলন করে ও বিদীর্ণ করে; কেউ
তাদের উদ্ধার করতে পারে না। ৯ তোমার
বিপক্ষদের উপরে তোমার হাত উন্নত হোক,
আর তোমার সমস্ত দুশমন উচ্ছিন্ন হোক।
১০ আর মাবুদ বলেন, সেদিন আমি তোমার
মধ্য থেকে তোমার ঘোড়াগুলো মুছে ফেলব ও
তোমার রথগুলো নষ্ট করবো; ১১ আর আমি
তোমার দেশের নগরগুলো ধ্বংস করবো ও
তোমার দুর্গগুলো নিপাত করবো; ১২ আর আমি
তোমার হাতের মধ্য থেকে সকল মায়াবিত্ব মুছে
ফেলব, গণকেরা তোমার মধ্যে আর থাকবে না;
১৩ এবং আমি তোমার মধ্য থেকে তোমার
খোদাই-করা মূর্তি ও তোমার স্তম্ভগুলো ধ্বংস
করবো; তুমি আর তোমার হাতের তৈরি বস্তুর
কাছে সেজ্‌দা করবে না। ১৪ আর আমি তোমার
মধ্য থেকে তোমার আশেরা-মূর্তিগুলো উৎপাটন
করবো ও তোমার নগরগুলো বিনষ্ট করবো।
১৫ আর আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ডতায় সেই
জাতিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব, যারা কথা
শুনে নি।

[৫:৩] ইয়ার ৭:২৯।
[৫:৪] ইশা ৪০:১১; ৪৯:৯; ইহি ৩৪:১১-১৫, ২৩।
[৫:৫] ইশা ৯:৬; লূক ২:১৪; কল ১:১৯-২০।
[৫:৬] পয়দা ১০:৮।
[৫:৭] আমোষ ৫:১৫; মীখা ২:১২।
[৫:৮] ইশা ৫:২৯; হোশেয় ৫:১৪।
[৫:৯] জবুর ১০:১২।
[৫:১০] হগয় ২:২২; জাকা ৯:১০।
[৫:১১] দ্বি:বি ২৯:২৩; ইশা ৬:১১।
[৫:১২] দ্বি:বি ১৮:১০-১২।
[৫:১৩] নহূম ১:১৪।
[৫:১৪] হিজ ৩৪:১৩; কাজী ৩:৭।
[৫:১৫] ইশা ৬৫:১২।

তাঁর অস্তিত্ব ছিল (দেখুন ইউহোন্না ৮:৫৮ আয়াত)। এখানে ৭:২০ আয়াতে একটি হিব্রু প্রবাদ পাওয়া যায়, "পূর্বকাল থেকে"। *প্রাক্কাল থেকে।* দেখুন ২ শামু ৭:১২-১৬; ইশা ৯:৬-৭ আয়াত ও নোট; আমোস ৯:১ আয়াত)। অর্থাৎ সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে (দেখুন ইউহোন্না ১:১, ১৪, ১৮; ৮:৫৮; ১৭:৫; ফিলিপীয় ২:৫-১১; কলসীয় ১:১৫-২০; ইবরানী ১:১-৩ আয়াত ও নোট)। ৭:১৪ আয়াতে এবং আমোস ৯:১১ আয়াতে প্রায় একই ধরনের একটি হিব্রু প্রকাশভঙ্গি পাওয়া যায়। সে কারণে সময় সংক্রান্ত এই শব্দগুচ্ছগুলো ইতিহাসে সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত হয়ে আছে।

৫:৩ তিনি তাদেরকে ত্যাগ করবেন। অর্থাৎ ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ ত্যাগ করবেন। যে পর্যন্ত প্রসবকারিণী প্রসব না করেন। অর্থাৎ যে পর্যন্ত মসীহ্ জন্ম না নেন ও তাঁর নিরূপিত ভূমিকা পালন না করেন। *বনি-ইসরাইল।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৪ মসীহ্ তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র পাল চালনা করবেন এবং তাঁর পিতার শক্তি ও মহিমায় শাসন করবেন।

৫:৫-৬ নাজাতের বাণী: আদর্শ বাদশাহ্ তাঁর লোকদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন (আয়াত ৬)। লক্ষ্য করে দেখুন এই অংশটির শুরু ও শেষে ক-খ-খ/ক-খ-খ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিংবা যে কেউ এই অংশটিকে বিশ্লেষণ করে পুরো অংশটিকেই একটি ক-খ-গ-ঘ/ঘ-ক-খ-গ ছন্দে নিয়ে আসতে পারবে। এখানে ঘ দিয়ে দুটো লাইন বোঝানো হয়েছে।

৫:৫ আমাদের শান্তি। ঈসা মসীহ্ই আমাদের শান্তি (ইফি ২:১৪ আয়াত দেখুন)। যুদ্ধ থেকে মুক্তি লাভের পাশাপাশি শান্তি শব্দটি দিয়ে হিব্রু ভাষায় বোঝানো হয়ে থাকে সমৃদ্ধি, যা আমরা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ দেখতে পাই। ইশা ৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন ("শান্তির বাদশাহ্"); লূক ২:১৪ আয়াত দেখুন। *আশেরিয়া।* প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্‌র লোকদের সমস্ত দুশমনদের প্রতীক। দেখুন ইশা ১১:১১; জাকা ১০:১০ আয়াত ও নোট। *আমরা।* অর্থাৎ আল্লাহ্‌র লোকেরা। *সাত জন ... আট জন।* সাধারণত এ ধরনের সংখ্যা উল্লেখ করার অর্থ বহু সংখ্যক হিসেবে বলা (আইউব ৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:৬ নমরূদের দেশ। আশেরিয়া। দেখুন পয়দা ১০:৮-১২। *তিনি।* ২ আয়াতে উল্লেখ করা শাসনকর্তা।

৫:৭-৯ উদ্ধারের বার্তা: জাতিগণের মধ্যে অবশিষ্টাংশরা।

৫:৭-৮ অবশিষ্টাংশ। দেখুন ৪:৭ আয়াতের নোট।

৫:৭ মাবুদের কাছ থেকে আগত শিশিরের মত। দেখুন ইশা ২৬:১৯; হোসিয়া ১৪:৫ আয়াত ও নোট।

৫:৮ সিংহ। আগের অংশের সদৃশতার মত (আয়াত ৭) এই চিত্রগুলো আল্লাহ্‌র লোকদের দুশমনদের উপরে বিজয় লাভের কথা নির্দেশ করে (আয়াত ৯)। আল্লাহ্‌র রাজ্য চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে।

৫:৯ তোমার। অর্থাৎ অবশিষ্টাংশদের (আয়াত ৭-৮)।

৫:১০-১৫ শেষ কাল সম্পর্কিত নাজাতের বার্তা: সামরিক শক্তি ও পৌত্তলিক পূজা অর্চণা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্টকরণ। মসীহের যুগে আল্লাহ্‌র লোকেরা আর কোন যুদ্ধাস্ত্রের উপরে বা কোন দেবতার মূর্তির উপরে নির্ভর করবে না (তুলনা করুন ৪:৩ আয়াত ও ইশা ২:৪ আয়াতের নোট)। তাঁর লোকদের সাফল্য সব সময়ই তাঁর উপরে নির্ভর করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে।

৫:১০ সেদিন। দেখুন ৪:৬ আয়াতের নোট।

৫:১৪ আশেরা-মূর্তি। দেখুন হিজ ৩৪:১৩ আয়াত ও নোট।

ইসরাইলের ভ্রষ্টতা ও ভাবী কালে আল্লাহ্‌র রহম

৬ ১ তোমরা একবার শোন, মাবুদ কি বলছেন;
তুমি ওঠ, পর্বতমালার সম্মুখে মামলা
উপস্থিত কর, উপপর্বতগুলো তোমার কথা
শুনুক।
২ হে পর্বতমালা, হে দুনিয়ার অটল
ভিত্তিমূলগুলো, তোমরা মাবুদের অভিযোগ শোন;
কেননা তাঁর লোকদের সঙ্গে মাবুদের ঝগড়া
হচ্ছে, তিনি ইসরাইলের সঙ্গে বিচার করছেন।
৩ হে আমার লোকেরা, আমি তোমাদের কি
করলাম? কিসে তোমাদেরকে ক্লান্ত করলাম?
আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও। ৪ আমি তো মিসর
দেশ থেকে তোমাকে এনেছিলাম, গোলাম-গৃহ
থেকে মুক্ত করেছিলাম এবং তোমাদের আগে
মূসা, হারুন ও মরিয়মকে পাঠিয়েছিলাম। ৫ হে
আমার লোকেরা, একবার স্মরণ কর, মোয়াবের
বাদশাহ্ বালাক কি মন্ত্রণা করেছিল ও বিয়োরের
পুত্র বালাম তাকে কি উত্তর দিয়েছিল; শিটীম
থেকে গিল্‌গল পর্যন্ত কি ঘটেছিল, স্মরণ কর,
যেন তোমরা মাবুদের করা উদ্ধারের কাজগুলোর
কথা জানতে পার।

আল্লাহ্ কি চান

৬ ‘আমি কি নিয়ে মাবুদের সম্মুখে উপস্থিত
হব, ঊর্ধ্বস্থ আল্লাহ্‌র সম্মুখে প্রণত হব? আমি কি
পোড়ানো-কোরবানী নিয়ে, এক বছর বয়সের
বাছুরগুলোকে নিয়ে, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হব?
৭ হাজার হাজার মেষে ও অযুত অযুত নদী-ভরা
তেলে কি মাবুদ খুশি হবেন? আমি আমার
অধর্মের জন্য কি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে দেব?
আমার প্রাণের গুনাহের দরুন কি শরীরের ফল
দান করবো?’ ৮ হে মানুষ, যা ভাল, তা তিনি
তোমাকে জানিয়েছেন; বস্তুত ন্যায্য আচরণ,
দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার আল্লাহ্‌র সঙ্গে
চলাচল, এছাড়া মাবুদ তোমার কাছে আর
কিসের অনুসন্ধান করেন?

[৬:১] জবুর ৫০:১; ইহি ৬:২।
[৬:২] দ্বি:বি ৩২:১।
[৬:৩] ইয়ার ২:৫।
[৬:৪] হিজ ৩:১০; ৬:৬।
[৬:৫] শুমারী ২২:২।
[৬:৬] জবুর ৯৫:২।
[৬:৭] লেবীয় ১৮:২১; ২বাদশা ৩:২৭।
[৬:৮] ইশা ১:১৭; ইয়ার ২২:৩।
[৬:৮] পয়দা ৫:২২; দ্বি:বি ১০:১২-১৩; ১শামু ১৫:২২; হোশেয় ৬:৬; জাকা ৭:৯-১০; মথি ৯:১৩; ২৩:২৩; মার্ক ১২:৩৩; লূক ১১:৪২।

৬:১–৭:২০ বিচারের তৃতীয় স্তর (৬:১–৭:৭) এবং নাজাত ও উদ্ধারের বাণী (৭:৮-২০; দেখুন ভূমিকা: সাহিত্যিক বিশ্লেষণ; রূপরেখা)।

৬:১-১৬ এই অধ্যায়টি একটি আদালত কক্ষের চিত্র উপস্থাপন করে, যেখানে মাবুদ আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির বিরুদ্ধে একজন উকিলের মত অভিযোগ তুলেছেন।

৬:১-৮ এক বেহেশতী শুনানির চিত্র। ১ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর নবী মিকাহ্‌কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি তাঁর মামলা (অর্থাৎ মাবুদের মামলা; আয়াত ২ দেখুন) উপস্থাপন করেন; ২ আয়াতে তিনি পর্বতকে আহ্বান করছেন যেন সে তাঁর এই অভিযোগনামার সাক্ষী হয়। এর পর মাবুদ আল্লাহ্ ৩-৫ আয়াতে তাঁর লোকদের প্রতি কথা বলেছেন। এখানে তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের জন্য তিনি কী কী মহিমার কাজ করেছেন। ৬-৭ আয়াতে ইসরাইল জাতি কথা বলেছে এবং ৮ আয়াতে নবী মিকাহ্ সরাসরি ইসরাইল জাতির ৬-৭ আয়াতের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

৬:১-২ পর্বতমালা ... দুনিয়ার অটল ভিত্তিমূল। জড় বস্তুকে তৃতীয় পক্ষ সাক্ষী হিসেবে ডাকার কারণ হল, তারা প্রকৃতির স্থায়ী অংশ এবং তারা মাবুদের নিয়ম স্থানের প্রত্যক্ষদর্শী (দেখুন দ্বি.বি. ৩২:১; ইউসা ২৪:২৭; ইশা ১:২ আয়াত ও নোট)।

৬:১ শোন। দেখুন ১:২ আয়াতের নোট; এর সাথে ৩:১ আয়াতও দেখুন।

৬:২ ইসরাইল। প্রাথমিকভাবে এখানে এহুদার কথা বলা হয়েছে (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৩, ৫ আমার লোকেরা। নিয়মের ভাষা (দেখুন আয়াত ৮ ও নোট)।

৬:৪ আমি তো মিসর দেশ থেকে তোমাকে এনেছিলাম। দেখুন হিজ ২০:২ আয়াত ও নোট। *মূসা, হারুন ও মরিয়ম।* দেখুন শুমারী ১২:১-২ আয়াত ও ১২:২ আয়াতের নোট।

৬:৫ বালাক ... বালাম। দেখুন শুমারী ২২-২৪ আয়াত ও ২২:৮ আয়াতের নোট। শিটীম থেকে গিল্‌গল পর্যন্ত। দেখুন শুমারী ২৫:১; ইউসা ২:১; ৩:১–৪:২৫; ৪:১৯ আয়াত ও নোট। *মাবুদের করা উদ্ধারের কাজগুলো।* দেখুন ১ শামু ১২:৭ আয়াত ও নোট।

৬:৬ এই একই চিন্তা ১ শামু ১৫:২২; জবুর ৫১:১৭; ইশা ১:১১-১৫; হোসিয়া ৬:৬ আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। নবী মিকাহ্ কোরবানী করার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন অস্বীকৃতি জানান নি, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে, বাধ্যতা বিহীন যদি কোরবানী দেওয়া হয় তাহলে তাতে কোন উপকার হয় না।

৬:৭ এই প্রশ্নগুলো এমন যার কোন উত্তর হয় না বা এর উত্তর প্রশ্নের মাঝেই নিহিত আছে, এবং এর উত্তর সব সময়ই নেতিবাচক হবে।

৬:৮ আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য (দেখুন ইয়ার ২২:১৬; হোসিয়া ৬:৬ আয়াত ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন ইয়াকুব ১:২৭ আয়াত)। নবী মিকাহ্ এখানে তাঁর প্রায় সমসাময়িক নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন বিষয়বস্তু সংক্ষেপিত করে তাঁর বক্তব্যে এনেছেন: আমোস (“ন্যায্য আচরণ:” তুলনা করুন আমোস ৫:২৪ আয়াত), হোসিয়া (“দয়ার অনুরাগ”; তুলনা করুন হোসিয়া ৬:৬) এবং ইশাইয়া (“নম্রভাবে তোমার আল্লাহ্‌র সঙ্গে চলাচল”; তুলনা করুন ইশা ২৯:১৯)। এছাড়া আরও দেখুন মথি ২৩:২৩ আয়াত। *হে মানুষ।* নবী মিকাহ্ এখানে সমগ্র ইসরাইল জাতির প্রতি সম্বোধন করে কথা বলছেন (দেখুন দ্বি.বি. ১০:১২-১৩)। *ন্যায্য আচরণ ... দয়ায় অনুরাগ।* যে ধরনের বাধ্যতা আল্লাহ্ তাঁর নিয়মের অধীন লোকদের কাছ থেকে কামনা করেন। *ন্যায্য আচরণ।* জাকা ৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। *নম্রভাবে।* কিংবা বলা যায় “বিজ্ঞতার সাথে”, “সাবধানতার সাথে” বা “প্রজ্ঞার সাথে”। *তোমার আল্লাহ্।* ৩, ৫ আয়াতের “আমার লোকেরা” কথাটির সাথে এই অংশটি সামঞ্জস্যপূর্ণ (জাকা ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৯-১৬ একটি বেহেশতী বিচারের শুনানি, যেখানে আরও অভিযোগ আনা হয়েছে এবং শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে (অসার জীবন, হতাশা, ভর্ৎসনা ও ধ্বংস, আয়াত ১৩-১৫)। এর রূপরেখা: (১) প্রারম্ভিক বক্তব্য (আয়াত ৯), (২) জাতিগত বা

ছলনা ও নাফরমানীর দণ্ড

[9] মাবুদের কণ্ঠস্বর নগরকে আহ্বান করছেন;
তোমার নামকে ভয় করা প্রজ্ঞার বিষয়; হে বংশ
সকল ও নগরের সমবেত লোকবৃন্দ শোন!
[10] দুষ্টের বাড়িতে কি এখনও নাফরমানীর ভাণ্ডার
ও ঘৃণিত হীন ঐফা আছে? [11] নাফরমানীর
নিক্তিতে ও ছলনার বাট্‌খারায় আমি কি বিশুদ্ধ
হব? [12] সেখানকার ধনবান লোকেরা জোর-
জুলুমে পরিপূর্ণ ও সেই স্থানের অধিবাসীরা মিথ্যা
কথা বলেছে, তাদের জিহ্বা প্রবঞ্চনার কথা
বলে। [13] এজন্য আমিও সাংঘাতিকভাবে
তোমাকে প্রহার করেছি, তোমার গুনাহের দরুন
তোমাকে ধ্বংস করেছি। [14] তুমি আহার করবে,
তবুও তৃপ্ত হবে না, কিন্তু তোমার মধ্যে ক্ষীণতা
থাকবে; তুমি তোমার জিনিসপত্র রক্ষা করতে
চাইবে কিন্তু তা রক্ষা করতে পারবে না; যা রক্ষা
করবে, তা আমি তলোয়ার দ্বারা বিনষ্ট করবো।
[15] বীজ বপন করেও তুমি শস্য কাটতে পাবে না,
জলপাই পেষণ করেও শরীরে তেল লেপন করতে
পাবে না এবং আঙ্গুর মাড়াই করেও আঙ্গুর-রস
পান করতে পাবে না। [16] কারণ অম্রির বিধি ও
আহাব-কুলের কাজগুলো পালিত হচ্ছে এবং
তোমরা তাদের পরামর্শানুসারে চলছো, যেন
আমি তোমাকে বিস্ময়ের বিষয় ও তোমার
নিবাসীদেরকে বিদ্রূপের বিষয় করি; আর তোমরা
আমার লোকদের উপহাস বহন করবে।

সর্বস্থানে অবিশ্বস্ততা

৭ [1] ধিক্‌ আমাকে! কেননা আমি গ্রীষ্মকালীন
ফল আহরণ করার কিংবা আঙ্গুর সংগ্রহের
পরের সংগ্রহকারীদের মত হয়েছি; খাবার যোগ্য
একটি আঙ্গুরগুচ্ছ নেই; আমার প্রাণ প্রথম পাকা

[৬:৯] পয়দা ১৭:১; ইশা ১১:৪।
[৬:১০] ইহি ৪৫:৯-১০; আমোষ ৩:১০; ৮:৪-৬।
[৬:১১] লেবীয় ১৯:৩৬।
[৬:১২] জবুর ১১৬:১১; ইশা ৩:৮।
[৬:১৩] ইশা ১:৭; ৬:১১।
[৬:১৪] ইশা ৯:২০; হোশেয় ৪:১০।
[৬:১৫] দ্বি:বি ২৮:৩৮; ইয়ার ১২:১৩।
[৬:১৬] ১বাদশা ১৬:২৫।
[৭:১] সোলায় ২:১৩।
[৭:২] জবুর ১২:১।
[৭:৩] মেসাল ৪:১৬।
[৭:৪] ২শামু ২৩:৬।
[৭:৫] ইয়ার ৯:৪।
[৭:৬] মথি ১০:৩৫-৩৬; মার্ক ১৩:১২।
[৭:৭] ইশা ২১:৮।
[৭:৮] জবুর ২২:১৭; মেসাল ২৪:১৭; মীখা ৪:১১।
[৭:৯] মাতম ৩:৩৯-৪০।

ডুমুর ফল আশা করছে। [2] দুনিয়া থেকে বিশ্বস্ত
লোক উচ্ছিন্ন হয়েছে, মানুষের মধ্যে সরল লোক
একেবারে নেই; সকলেই রক্তপাত করার জন্য
ঘাঁটি বসায়; প্রত্যেকে আপন আপন ভাইকে
জালে আটকাতে চেষ্টা করে। [3] যা মন্দ, সেই
কাজ সযত্নে করার জন্য তাদের দুই হাতই
ব্যতিব্যস্ত; কর্মকর্তা অর্থ চায়, বিচারকর্তা উপহার
গ্রহণে প্রস্তুত; এবং বড় মানুষ আপন প্রাণের
নাফরমানী মুখে ব্যক্ত করে; তারা তা জালের
মত বুনে। [4] তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম, সে
কাঁটাঝোপের মত; আর যে অতি সরল, সে
কাঁটাযুক্ত বেড়া থেকেও মন্দ; তোমার প্রহরীদের
দিন, তোমার সমুচিত দণ্ড, আসছে; এখনই
তাদের ব্যাকুল হবার সময়। [5] তোমরা বন্ধুর
উপর বিশ্বাস করো না; আত্মীয়ের উপরও বিশ্বাস
স্থাপন করো না; তোমার বক্ষঃস্থলে শয়নকারিণী
স্ত্রীর কাছেও কথা বলতে সতর্ক হবে। [6] কেননা
পুত্র পিতাকে লঘুজ্ঞান করে, কন্যা তার মায়ের ও
পুত্রবধূ তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে ওঠে, নিজ নিজ
পরিজনই মানুষের দুশমন।
[7] কিন্তু আমি মাবুদের প্রতি দৃষ্টি রাখবো,
আমার উদ্ধারের আল্লাহ্‌র অপেক্ষা করবো;
আমার আল্লাহ্‌ আমার কথা শুনবেন।

এখনও আশা আছে

[8] হে আমার বিদ্বেষিণী, আমার বিরুদ্ধে আনন্দ
করো না; পড়ে গেলেও আমি উঠবো, অন্ধকারে
বসে থাকলেও মাবুদ হবেন আমার আলো।
[9] আমি মাবুদের ক্রোধ বহন করবো, কারণ
আমি তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি; শেষে তিনি
আমার বিবাদে পক্ষ অবলম্বন করে আমার বিচার
নিষ্পত্তি করবেন; তিনি আমাকে বের করে

ব্যক্তিগত গুনাহ্‌র একটি তালিকা (আয়াত ১০-১২), (৩) বেহেশতী শাস্তির ঘোষণা (আয়াত ১৩-১৫) এবং (৪) সমাপনী বক্তব্য (আয়াত ১৬)।

৬:৯ তোমার। অর্থাৎ জেরুশালেম নগরের।

৬:১০ ঐফা। প্রায় অর্ধেক বুশেল সম পরিমাণ পরিমাপের একক।

৬:১১ দেখুন লেবীয় ১৯:৩৫; মেসাল ১১:১ আয়াত ও নোট; হোসিয়া ১২:৭; আমোস ৮:৫ আয়াত।

৬:১২ তোমার। অর্থাৎ জেরুশালেম নগরের।

৬:১৩ এজন্য। ২:৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬:১৪-১৫ দেখুন হগয় ১:৬ আয়াত ও নোট।

৬:১৬ অম্রি ... আহাব। ১ বাদশাহ্‌ ২৫, ৩০ আয়াত বলে যে, তারা তাদের পূর্বেকার সমস্ত বাদশাহ্‌র চেয়ে বেশি মন্দ কাজ করেছিলেন। *বিস্ময়ের বিষয় ... বিদ্রূপের বিষয়।* তাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে, কারণ অবাধ্যতা ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে।

৭:১-২০ এই অধ্যায়ের বক্তা হলেন নবী মিকাহ্‌ (আয়াত ১-৭), সিয়োন (আয়াত ৮-১০), নবী মিকাহ্‌ (আয়াত ১১-১৩), হয় নবী মিকাহ্‌ বা সিয়োন (আয়াত ১৪), স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্‌ (আয়াত ১৫) এবং নবী মিকাহ্‌ (আয়াত ১৬-২০)। অধ্যায়টি শুরু করা হয়েছে নিরাশা দিয়ে, কিন্তু শেষ করা হয়েছে আশার বাণী দিয়ে।

৭:১-৭ একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের জন্য নবী মিকাহ্‌র মাতম।

৭:১-২ ধার্মিক ব্যক্তি খোঁজার অর্থ হল মৌসুম শেষ হয়ে যাবার পর গ্রীষ্মের পাকা ফল খোঁজার মত (দেখুন ইয়ার ৫:১; ৮:২০ আয়াত ও নোট)।

৭:৭ নবী মিকাহ্‌র অভিযোগের পর (আয়াত ১-৬) রয়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাসের ঘোষণা। এ ধরনের আশাবাদ প্রকৃতপক্ষে নবীদের মাতমে প্রায়শই দেখা যায় (উদাহরণস্বরূপ দেখুন জবুর ৫৫:১৬-১৭ আয়াত)।

৭:৮-২০ এতে করে বিচার ও নাজাতের তিনটি স্তরের সর্বশেষ অংশটি সমাপ্ত হয়েছে। এই অংশটি মূলত একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লিটার্জি যার চারটি ভাগ রয়েছে:

(১) বিশ্বাসের স্বীকৃতি (আয়াত ৮-১০);
(২) পুনরুদ্ধারের ওয়াদা (আয়াত ১১-১৩);
(৩) একটি মুনাজাত, যার প্রেক্ষিতে মাবুদ আল্লাহ্‌র উত্তর এবং এর প্রতিক্রিয়া (আাত ১৪-১৭); এবং
(৪) একটি প্রশংসা গজল (আয়াত ১৮-২০)।

৭:৮ আমি। সিয়োন। *আমার বিদ্বেষিণী।* অন্যান্য জাতিরা (আয়াত ১০ দেখুন)। *পড়ে গেলেও।* নবী মিকাহ্‌ ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম নগরীর বিনাশের দর্শন দেখেছিলেন।

আলোতে আনবেন, আমি তাঁর ধর্মশীলতা দর্শন
করবো। ১০ তা দেখে আমার বিদ্বেষিণী লজ্জায়
আচ্ছন্ন হবে; সে তো আমাকে বলতো, 'তোমার
আল্লাহ্ মাবুদ কোথায়?' আমি স্বচক্ষে তাকে
দেখব; এখন সে পথের কাদার মত পদতলে
দলিতা হবে।
১১ তোমার প্রাচীর গাঁথবার দিন। সেদিন
তোমার সীমানা অনেক বৃদ্ধি পাবে। ১২ সেদিন
তোমার কাছে লোকেরা আসবে, আশেরিয়া ও
মিসরের নগরগুলো থেকে, মিসর থেকে ফোরাত
নদী পর্যন্ত, আর সমুদ্র থেকে সমুদ্র এবং পর্বত
থেকে পর্বত পর্যন্ত আসবে। ১৩ তবুও
অধিবাসীদের দোষে, তাদের কর্মকাণ্ডের ফল
হিসেবে, দেশ ধ্বংসস্থান হয়ে যাবে।
১৪ তুমি তোমার পাঁচনী নিয়ে তোমার
লোকদেরকে, স্বতন্ত্র বাসকারী তোমার অধিক-
ারস্বরূপ পালকে, কর্মিলের মধ্যস্থিত অরণ্যে
চরাও; আগেকার দিনে যেমন চরতো, তেমনি
তারা বাশনে ও গিলিয়দে চরে বেড়াক।
১৫ মিসর দেশ থেকে তোমার বের হয়ে আসার
দিনের মত আমি তাদের অলৌকিক কাজগুলো
দেখাব। ১৬ জাতিরা দেখে নিজেদের সমস্ত
পরাক্রমের বিষয়ে লজ্জিত হবে; তারা মুখে হাত
দেবে ও তাদের কান বধির হয়ে যাবে। ১৭ তারা
সাপের মত ধুলা চাটবে, তারা কাঁপতে কাঁপতে
ভূমিস্থ কীটের মত নিজ নিজ গোপন স্থান থেকে
বের হয়ে আসবে; তারা সভয়ে আমাদের আল্লাহ্
মাবুদের কাছে আসবে ও তোমাকে ভয় করবে।

আল্লাহ্‌র করুণা ও ক্ষমা

১৮ কে তোমার মত আল্লাহ্?– অপরাধ
ক্ষমাকারী ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের
অধর্মের ক্ষমাকারী! তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন
না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত। ১৯ তিনি ফিরে
আমাদের প্রতি করুণা করবেন; তিনি আমাদের
অপরাধগুলো পদতলে মর্দিত করবেন; হ্যাঁ, তুমি
তোমার লোকদের সমস্ত গুনাহ্ সমুদ্রের অগাধ
পানিতে নিক্ষেপ করবে। ২০ তুমি ইয়াকুবের জন্য
সেই বিশ্বস্ততা ও ইব্রাহিমের জন্য সেই রহম
সাধন করবে, যা পূর্বকাল থেকে আমাদের পিতৃ
পুরুষদের কাছে শপথ করেছিলে।

[৭:১০] ২শামু ২২:৪৩; আইউ ৪০:১২; ইশা ৫:৫; জাকা ১০:৫।
[৭:১১] ইশা ৫৪:১১; আমোষ ৯:১১।
[৭:১২] ইশা ১১:১১।
[৭:১৩] ইশা ৩:১০-১১।
[৭:১৪] জবুর ২৮:৯।
[৭:১৫] হিজ ৩:২০; জবুর ৭৮:১২।
[৭:১৬] ইশা ২৬:১১।
[৭:১৭] পয়দা ৩:১৪।
[৭:১৮] হিজ ৮:১০; ১শামু ২:২।
[৭:১৯] ইশা ৪৩:২৫।
[৭:২০] গালা ৩:১৬।

৭:১০ 'তোমার আল্লাহ্ মাবুদ কোথায়?' দেখুন জবুর ৩:২; ১০:১১; ১১৫:২; যোয়েল ২:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন জবুর ৪২:৩, ১০; ৭৯:১০ আয়াত।

৭:১২ সেদিন। দেখুন ইশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; যোয়েল ১:১৫ আয়াত ও নোট। *লোকেরা আসবে।* দেখুন ৪:২ আয়াত।

৭:১৪-১৭ সম্ভবত এই আয়াতগুলোতে প্রচ্ছন্নভাবে একটি মুনাজাত উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যেন আবারও হিজরতের সময়কার মত আরেকবার তাঁর জাতির লোকদের জন্য আশ্চর্য কাজ করেন, যা দেখে জাতিরা লজ্জিত হবে এবং তারা ভয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র দিকে ফিরবে।

৭:১৪ চরাও। অর্থাৎ শাসন কর (দেখুন ৫:৪; জবুর ২৩:১; ইয়ার ২:৮; ইহি ৩৪:২ আয়াত ও নোট)। *অধিকার।* ইসরাইলের ভূমি ও লোকেরা (দেখুন আয়াত ১৮; জবুর ৯৪:১৪; এর সাথে দেখুন জবুর ১২৭:৩; ইয়ার ২:৭ আয়াত ও নোট)। *বাশন ও গিলিয়দ।* উর্বর জমি ও উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি (দেখুন পয়দা ৩১:২১; জবুর ২২:১২; ইহি ৩৯:১৮; আমোস ৪:১ আয়াত ও নোট)।

৭:১৬ যখন জাতিরা আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অপূর্ব নিদর্শন দেখবে (আয়াত ১৫), তখন তারা চমৎকৃত হবে।

৭:১৭ সাপের মত ধুলা চাটবে। পরাজয় ও মৃত্যুর চিত্র নির্দেশ করা হয়েছে (পয়দা ৩:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৭:১৮-২০ সমগ্র কিতাবটির উপসংহার, শুধুমাত্র ৭ অধ্যায়ের নয়।

৭:১৮-১৯ দেখুন হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াত।

৭:১৮ কে তোমার মত আল্লাহ্? সম্ভবত এখানে মিকাহ্ নামটির অর্থ নিয়ে শব্দের খেলা করা হয়েছে (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। দেখুন হিজ ১৫:১১ আয়াত ও নোট।

৭:১৯ করুণা করবেন ... পদতলে মর্দিত করবেন। কিংবা বলা যায় অধীন করবেন। যখন আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্‌র ভার তুলে নেন তখন আর তা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না (দেখুন জবুর ১৯:১৩ আয়াত; তুলনা করুন রোমীয় ৬:১৪ আয়াত)। *সমস্ত গুনাহ্ সমুদ্রের অগাধ পানিতে নিক্ষেপ করবে।* দেখুন ইশা ৩৮:১৭ আয়াতের নোট; এর সাথে দেখুন ইয়ার ৫০:২ আয়াত।

৭:২০ ইয়াকুব ... ইব্রাহিম। আল্লাহ্ ইব্রাহিমের কাছে (দেখুন পয়দা ১৩:১৬; ১৫:৫; ২২:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং ইয়াকুবের কাছে (দেখুন পয়দা ২৮:১৪) ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদের বংশধরেরা সংখ্যায় হবে আকাশের তারার মত, ভূমির ধুলার মত এবং সমুদ্র তীরের বালুর মত, এবং সেই সাথে তিনি হযরত ইব্রাহিমের কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি বহু জাতির পিতা হবেন (পয়দা ১৭:৫; তুলনা করুন লূক ১:৫৪-৫৫ আয়াত)। সমস্ত ঈমানদারদেরকে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে এই ওয়াদায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে (দেখুন রোমীয় ৪ অধ্যায়; গালা ৩:৬-২৯; ইবরানী ১১:১২ আয়াত)।